মান্ডিতে এ বার দোকান, এটিএম

নিজস্ব সংবাদদাতা, কৃষ্ণনগর: ফড়ে রাজ ঠেকাতে বছর তিনেক আগে তৈরি হয়েছিল কিসান মান্ডি। কিন্তু নীল-সাদা রঙের সেই কিসান মান্ডিতে চাষির দেখা নেই। কোথাও ঝুড়িতে সব্জি নিয়ে কয়েক জন চাষির দেখা মিললেও, দেখা নেই ক্রেতার।

এ বার রাজ্যের কিসান মান্ডিগুলিকে চালু করতে নতুন দাওয়াই বাতলে দিল কৃষি বিপণন মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত। বুধবার তিনি নদিয়ার কৃষ্ণনগরে বলেন, "মান্ডিগুলিকে পরিপূর্ণ বাজারের আকার দেওয়া হবে। সেখানে জামাকাপড় থেকে ইন্টারনেট, ধাবা —সবই থাকবে।" প্রশাসনের আশা, এর ফলে কিসান মান্ডিগুলি সতেজ হয়ে উঠবে।

বছর চারেক আগে রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে কিসান মান্ডি তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই অনুযায়ী ১৮৬টি মান্ডি তৈরিও হয়। ফসল ওঠার মুখে চাষিরা তাঁদের ফসল ফড়েদের কাছে অভাবি বিক্রি করতে বাধ্য হন। কৃষি বিপণন দফতরের ভাবনা ছিল, চাষিরা নিজেরাই ফসল নিয়ে মান্ডিতে বসবেন। চাষি নিজেই উৎপাদিত ফসল বিক্রি করবেন।

কিন্তু ভাবনা বাস্তবের সঙ্গে মেলেনি। দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গ—কোথাও কিসান মান্ডি সে ভাবে কাজ করছে না। সরকারি হিসেবে, ১৬৪টি মান্ডি চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। সেখানে সকাল-সন্ধ্যায় মুষ্টিমেয় কৃষক ফসল নিয়ে বসেন। কিন্তু সে ক্রেতার ভিড় সে ভাবে থাকে না। দফতরের এক কর্তা জানান, ২২টি মান্ডি তৈরি হয়ে পড়ে রয়েছে। বহু কষ্টেও চালু করা যায়নি।

জেলা প্রশাসনের এক কর্তা জানান, এখন শপিং মল সংস্কৃতি শহরের গণ্ডি পেরিয়ে বর্ধিষ্ণু জনপদেও ছড়িয়ে পড়েছে। সে ক্ষেত্রে কেবলমাত্র চাল, ডাল, আলু, পটল বিক্রয়কেন্দ্র মান্ডিতে খদ্দের ভিড় করবে না এটাই স্বাভাবিক। একই ছাদের তলায় যেখানে জামা-জুতো থেকে শুরু করে মুদিখানার মালপত্র ও শাক-সব্জি মিলবে, সেখানেই যাবেন

ক্রেতা টানতে

ক্রেতারা। তাই কিসান মান্ডিগুলিকে নতুন সাজে সাজানো হচ্ছে। সেখানে শপিং মালের মতোই এক ছাদের তলায় মিলবে প্রয়োজনীয় সব কিছুই। কাপড়ের দোকান, স্টেশনারি দোকান, জুতোর দোকান, হোটেল, ব্যাঙ্কের সুবিধাও মিলবে মান্ডিগুলিতে। ফলে লোকজন মান্ডিমুখো হবেন।

মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত বলেন, "কিসান মান্ডিগুলিকে পুরোপুরি বাজারের আকার দেওয়া হবে।"

এতে ফলে কৃষকদের স্টল পেতে সমস্যা হবে না? মন্ত্রী জানান, এর জন্য অতিরিক্ত স্টল তৈরি করা হবে। যাতে কৃষক তাঁর উৎপাদিত পণ্য বেচতে এসে ফিরে যান।

এ দিন মন্ত্রী জানান, এ ছাড়াও নদিয়াতে ৫টি সুফল বাংলার স্টল তৈরি করা হবে। সেখানে ন্যায্য দরে মালপত্র বিক্রি করে সরকার। শাক-সব্জি, হাঁস মুরগির মাংস সবই মিলবে ওই সব স্টলে।

পৃষ্ঠা - ১৫ (নদিয়া)

আনন্দবাজার পত্রিকা ৮ই সেপ্টেম্বর ২০১৫

Office of the Dist. Information & Cultural Officer * Nadia

আনন্দবাজার পত্রিকা
বৃহস্পতিবার ৮ সেপ্টে

ক্রেতা সুরক্ষার কবচ খুদেদের পড়াশোনাতেও

নিজস্ব সংবাদদাতা, কৃষ্ণনগর: সচেতনতার প্রথম পাঠ শুরু হয়েছে স্কুলেই। কেমন শিখছে পড়ুয়ারা? তার জন্য আয়োজন করা হচ্ছে নানা প্রতিযোগিতারও। তাতে সুফলও মিলছে।

উপভোক্তা বিষয়ক ও ন্যায্য অনুশীলন অধিকার দফতরের দাবি, আজকের পড়ুয়া তো আগামীর ক্রেতা। তাই ওঁরা সচেতন হলে একদিন সকলেই সচেতন হবেন।

বছরের বিভিন্ন সময়ে স্কুল-কলেজ পড়ুয়া ও সাধারণ মানুষের মধ্যে লিফলেট ছড়ানো থেকে শুরু করে সচেতনতামূলক নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ক্রেতা সুরক্ষা দফতর। সম্প্রতি পড়ুয়াদের নিয়ে উপভোক্তা বিষয়ক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, কুইজ, পোস্টার তৈরি ও স্লোগান লেখা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল নদিয়া জেলা উপভোক্তা বিষয়ক ও নায্য বাণিজ্য অনুশীলন অধিকার দফতর। প্রতিযোগিতায় জেলার ১৯টি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা যোগ দিয়েছিল। গত ৩০ অগস্ট কৃষ্ণনগরে জেলা পরিষদের সভাকক্ষে পড়ুয়াদের পুরস্কৃত করা হয়েছে।

কুইজে বেথুয়াডহরি জেসিএম হাই স্কুলের দুই ছাত্র প্রথম হয়েছে। দ্বিতীয় হয়েছে ধুবুলিয়া দেশবন্ধু হাই স্কুলের দুই ছাত্র। ওই চার জনেই এ বারে রাজ্য স্তরের কুইজ প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়ার সুযোগ পাবে। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল 'একজন সচেতন উপভোক্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য'। বাংলা প্রবন্ধ লেখার ওই বিভাগে ধুবুলিয়া দেশবন্ধু হাই স্কুলের এক ছাত্র প্রথম হয়েছে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে শিমুরালি উপেন্দ্র বিদ্যাভবনের দুই ছাত্র। ওই একই বিষয়ে ইংরেজি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে পলাশি হাই স্কুলের এক ছাত্র। কৃষ্ণনগর অ্যাকাডেমির দুই ছাত্রী দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হয়েছে।

পোস্টার তৈরি প্রতিযোগিতায় ধুবুলিয়া দেশবন্ধু হাই স্কুলের এক ছাত্র প্রথম হয়েছে। দ্বিতীয় হয়েছে ওই স্কুলেরই এক ছাত্রী। তৃতীয় হয়েছে শিমুরালি উপেন্দ্র বিদ্যাভবনের এক ছাত্র। স্লোগান লেখা প্রতিযোগিতায় প্রথম ও দ্বিতীয় হয়েছে করিমপুরের যমশেরপুর বিএন হাই স্কুলের দুই ছাত্র। তৃতীয় হয়েছে শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলের এক ছাত্র।

উপভোক্তা বিষয়ক ও নায্য বাণিজ্য অনুশীলন অধিকারের জেলার উপ সহ-অধিকর্তা সুমন্ত ঘোষ জানান, এ বছর জেলার ৬৫টি স্কুলে উপভোক্তা বিষয় সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই স্কুলগুলোকেই জেলা স্তরের এই প্রতিযোগিতায় ডাকা হয়েছিল। তার মধ্যে ১৯ টি স্কুলের পড়ুয়ারা প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিল। কুইজে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়ার সুযোগ পাবে। বাকি প্রতিযোগিতার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় পাঠানো হবে। তবে রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতার দিন এখনও ঠিক হয়নি।

কৃষ্ণনগর

তাঁতশিল্পীদের সঙ্গে বৈঠক। তাঁতবস্ত্র তৈরিতে ফুলিয়া ও শান্তিপুরকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে তাঁত ব্যবসায়ী ও শিল্পীদের সঙ্গে বৈঠক করে গেলেন কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রকের সচিব রেশমী ভার্মা। বুধবার তিনি আসেন ফুলিয়ায়। সেখানে সমবায় সমিতির কনফারেন্স হলে তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানেই তাঁত শিল্পীদের তরফে তার কাছে নানান দাবি তুলে ধরা হয়। বিশেষ করে ফুলিয়ার পাশাপাশি শান্তিপুরেও একটি অত্যাধুনিক সুতো রং করার কারখানা তৈরির প্রস্তাব দেওয়ায় হয়। পাশাপাশি ফুলিয়া ও শান্তিপুরের তাঁতশিল্পী ও তাদের সন্তানরা যাতে কম খরচে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ফ্যাশন টেকনোলজিতে পড়ার সুযোগ পায়, তারও প্রস্তাব দেওয়া হয় তাঁর কাছে। এ দিন তিনি বৈঠকের পাশাপাশি ঘুরে দেখেন ফুলিয়ার সুতো রং করার অত্যাধুনিক কারখানাটিও।

এনটিপিসি
NTPC
40
এনটিপিসি লিমিটেড
(ভারত সরকারের উদ্যোগ)
ফরাক্কা সুপার থার্মাল পাওয়ার স্টেশন
(দেশীয় প্রতিযোগিতামূলক ডাক)
সেকশন: (এ) ডাক আহ্বান/ টেন্ডার আহ্বায়ক নোটিস
তারিখ: (সংবাদপত্রে ডিওপি)
এনটিপিসি কর্তৃক নিম্নোক্ত দফাসমূহের জন্য (ক্রঃ নং ১ ও ২, পৃথক-পৃথকভাবে) উপযুক্ত ডাকদাতা/ পক্ষগণের নিকট হইতে সিল-করা ডাক/ টেন্ডার/ প্রস্তাব আহ্বান করা হইতেছে: ক্রঃ নং ১; এনআইটি নং বিআইএন ৪০০৬২২৬৯ (পার/১৬-১৭/০৪); রেফাঃ নং ও প্যাকেজের বিবরণ: সিসিটিভি সিস্টেম সরবরাহ, সংস্থাপন ও চালু করা। বিক্রয় শুরুর তারিখ/ বিক্রয় বন্ধের তারিখ: ১২.০৯.২০১৬/ ৩০.০৯.২০১৬; ডাক গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময়: ২১.১০.২০১৬ (১৪:৩০

Office of the Dist. Information & Cultural Officer, Nadia

রিকশ চালকদের বিকল্প কাজের দাবি।

রাজ্যের প্রতিটি কিষান মান্ডিতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখা খোলা হবে: কৃষি বিপণনমন্ত্রী

বিএনএ, কৃষ্ণনগর: রাজ্যের প্রতিটি কিষান মান্ডিতে হবে রাষ্ট্রয়াত্ত ব্যাংকের শাখা। বুধবার কৃষ্ণনগরে জেলা প্রশাসনিক বৈঠকের পর একথা জানালেন রাজ্যের কৃষি বিপণন দপ্তরের মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত। তিনি বলেন, চাষিরা কিষান মান্ডিতে তাঁদের উৎপাদিত ফসল বিক্রি করতে আসবেন। কিষান মান্ডিতেই যাতে চাষিরা ব্যাংকের সুযোগ সুবিধা পান, তারজন্য রাষ্ট্রয়াত্ত ব্যাংকের শাখা খোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

নদীয়া জেলার জেলা প্রশাসনিক কর্তা ও জেলার সমস্ত বিধায়ক ও এমপিদের নিয়ে বুধবার বৈঠক করেন মন্ত্রী। এদিন কৃষ্ণনগরে কালেক্টরেটের কনফারেন্স হলে বৈঠক করেন তিনি। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন নদীয়া জেলাপরিষদের সভাধিপতি বাণীকুমার রায়, জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা, বিধায়ক কল্লোল খাঁ, রানাঘাটের এমপি তাপস মণ্ডল, কৃষ্ণনগর পুরসভার চেয়ারম্যান অসীম সাহা সহ অন্যান্য কর্তারা।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বৈঠকে মূলত আলোচিত হয়েছে বাজারের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি কীভাবে রোখা যায়। মন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন টাস্ক ফোর্স নিয়মিত বাজারগুলিতে নজরদারি চালাবে। তিনি বলেন, বর্ষার পর শাকসবজির দাম বৃদ্ধি করে থাকেন ফড়েরা। ফড়েদের কারণেই এই মূল্যবৃদ্ধিতে হাত পোড়াতে হয় সাধারণ গৃহস্থদের। জেলাশাসক সহ অন্যান্য আধিকারিকদের বলেছি, শাক সবজির দামের মধ্যে যাতে ফড়েরা না ঢুকে পড়েন এজন্য কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। আচমকা হানা দিতে হবে বাজারে।

• কৃষ্ণনগরে মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত। নিজস্ব চিত্র

সারা রাজ্যে কিষান মান্ডি রয়েছে ৩৪১টি। এরমধ্যে মাত্র ১৬৪টি কিষান মান্ডি চালু হয়েছে। ব্লকে ব্লকে নির্মিত হওয়া কিষান মান্ডিগুলির মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি এখনও চালু হয়নি। কোথাও কোথাও ফাঁকা পড়ে রয়েছে কিষান মান্ডি। কোথাও পরিকল্পনার অভাব ছিল। এই কিষান মান্ডিগুলিতেই রাষ্ট্রয়াত্ত ব্যাংকের শাখা খোলার পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য কৃষি বিপণন দপ্তর। শুধু ব্যাংকের শাখা খোলাই নয়, একটি পূর্ণাঙ্গ বাজার গড়ার পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের। এদিন কৃষ্ণনগরে বৈঠক শেষে তপনবাবু বলেন, প্রতিটি কিষান মান্ডিতেই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখা খোলা হবে। কারণ চাষিরা কিষান মান্ডিতে আসবেন। ফসল বিক্রি করার পর টাকা যাতে ব্যাংকে জমা করতে পারেন, তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অন্যান্য প্রয়োজনেও এই ব্যাংক ব্যবহার করতে পারবেন চাষিরা। রাজ্যের প্রতিটি কিষান মান্ডিতেই রাষ্ট্রয়াত্ত ব্যাংকের শাখা খোলা হবে।

মন্ত্রী বলেন, প্রতিটি কিষান মান্ডি একটি পূর্ণাঙ্গ বাজার গড়ে উঠবে। ভাতের হোটেল থেকে শাড়ির দোকান সবই থাকবে। ২২টি করে স্টল রয়েছে প্রতিটি কিষান মান্ডিতে। যদি কোথাও দেখা যায়, স্টলের আরও প্রয়োজন পড়ছে, সেক্ষেত্রে আরও পাঁচটি স্টল বাড়িয়ে দেওয়া হবে। একজন চাষি ৫ বা ১০কিলোমিটার দূর থেকে ফসল বিক্রি করতে এলেন, ফসল বিক্রির পর তাঁর হয়তো খাবারের প্রয়োজন পড়ল, তিনি কোথায় খাবেন? তারজন্য ভাতের হোটেল বা রেস্টুরেন্ট থাকবে প্রতিটি কিষান মান্ডিতে।

Bartaman, 08.09.16, Burdwan

বর্তমান ৮ ই সেপ্টেম্বর ২০১৬